২৯ মার্চ ২০০৯ জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন পাস হয় এবং ১ জুলাই ২০০৯ থেকে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, আপিল ও তথ্য কমিশনে অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কার্যকর হয়। এছাড়াও আইনের লক্ষ্য পূরণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০০৯; তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ২০১০; তথ্য প্রকাশ ও প্রচার সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ২০১০ এবং অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

যে সকল প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্যের আবেদন করা যাবে

- সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট সংস্থা। যেমন: নির্বাচন কমিশন;
- সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ/কার্যালয়। যেমন: শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
- সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোনো অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়। যেমন: জেলা/উপজেলা ভূমি অফিস;
- আইন অনুযায়ী গঠিত সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। যেমন: দুর্নীতি দমন কমিশন;
- আধা-সরকারি, সরকারি বা বিদেশি সহায়তা গ্রহণকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। যেমন: বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন, টিআইবি;
- সরকারের পক্ষে বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন: বিভিন্ন সেতুর টোল আদায়কারী প্রতিষ্ঠান; এবং
- সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান।

যে ধরনের তথ্য জানতে চাওয়া যাবে

প্রতিষ্ঠানের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যেকোনো স্মারক, বই, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, নকশা, মানচিত্র, কার্য-বিবরণী, প্রতিবেদন, হিসাব-বিবরণী এবং অডিও বা ভিডিও ইত্যাদি। তবে দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি প্রদানের বা পরিদর্শনের অনুরোধ গ্রহণযোগ্য নয়।

তথ্যের জন্য আবেদন ও আপিল ফরম

সরকার নির্ধারিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম 'ক' এবং আপিল ফরম 'গ' অনুযায়ী লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলেও আবেদন করা যাবে। ফরমগুলো পাওয়া যাবে-

- তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট www.infocom.gov.bd
- টিআইবি'র সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) কার্যালয়সমূহ থেকে ফরমগুলো বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে।

প্রতিষ্ঠানের তথ্যের জন্য আবেদন ও আপিল পদ্ধতি

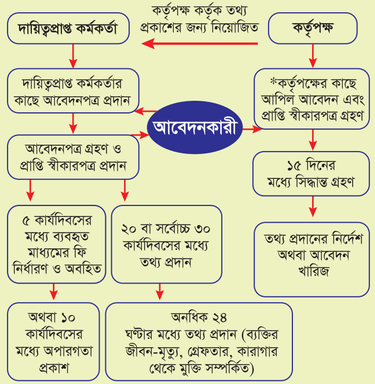

*সংক্ষুব্ধ হলে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে।

তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যম ও অর্থের পরিমাণ

তথ্যের বিবরণ	তথ্যের মূল্য*
লিখিত ডকুমেন্টের কপি (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্ট)	• এ-৩/৪ মাপের কাগজ প্রতি পৃষ্ঠা দুই টাকা হারে • তার চেয়ে বড় হলে প্রকৃত মূল্য
ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহ	প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করলে তার প্রকৃত মূল্য
বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনা	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য
আইন, সরকারি বিধান, নির্দেশনা	বিনামূল্যে

*নগদ, মানি অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ক্রসড চেক ও স্ট্যাম্পের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা যাবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য প্রাপ্তি

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্যও একই রকম। আইন অনুযায়ী যেকোনো ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন মতো সহায়তা প্রদান সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য বাধ্যতামূলক।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকলে আবেদনকারীর করণীয়

যে প্রতিষ্ঠানে আবেদন করবেন, তার নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা জেনে নেওয়া আবেদনকারীর প্রাথমিক দায়িত্ব। কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খুঁজে না পেলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ আবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

যে ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আইনটি প্রযোজ্য নয়

আট ধরনের প্রতিষ্ঠান যেমন-এনএসআই, ডিজিএফআই, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ, সিআইডি, এসএসএফ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল, পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও র‍্যাব এর গোয়েন্দা সেল এ আইনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তবে দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত তথ্যের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এ আইন প্রযোজ্য হবে।

কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারীর আপিল আবেদনের নিষ্পত্তি করে থাকে। তথ্য অধিকার আইন এবং সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা অনুসরণে তথ্যসমূহের নিয়মিত সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

ক. তথ্য সংরক্ষণ

- ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরির মাধ্যমে যাবতীয় তথ্যের সংরক্ষণ;
- তথ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসহ ই-মেইল ও ওয়েবসাইটের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করবে।

খ. তথ্য প্রকাশ ও প্রচার

- সকল ধরনের প্রস্তাবিত, গৃহিত ও সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা ভিত্তিক সংরক্ষণ ও প্রকাশ;
- প্রয়োজনীয় বিবরণসহ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ এবং উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি;
- প্রতিবেদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফ্যাক্স নম্বর উল্লেখ; এবং
- জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো পন্থায় প্রকাশ ও প্রচার।

যে ধরনের তথ্য প্রকাশ ও প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

প্রকাশ ও প্রদানে বাধ্য নয় এমন কিছু তথ্যের উদাহরণ:

- দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সংক্রান্ত;
- বাণিজ্যিক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বিষয়ক;
- প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হওয়ার বা অপরাধ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে;
- জনগণের নিরাপত্তা বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচারে বিঘ্ন হতে পারে;
- কারো ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে; এবং
- তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী গঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। Code of Civil Procedure 1908 অনুযায়ী এ কমিশনের দেওয়ানি আদালতের সমপরিমাণ ক্ষমতা রয়েছে। কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং তার নিষ্পত্তি করে থাকে:

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা হলে;
- তথ্যের আবেদনপত্র গ্রহণ না করলে/আবেদনের তথ্য না পেলে;
- নির্ধারিত সময়ে কর্তৃপক্ষের জবাব না পেলে;
- তথ্য প্রকাশের জন্য অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ বা আদায় করলে; এবং
- অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য প্রদান করলে।

কমিশনে অভিযোগ পদ্ধতি ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া

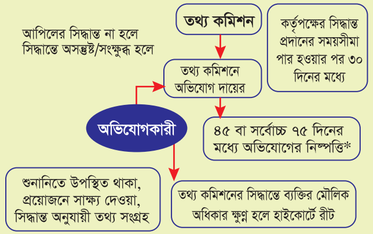

***অভিযোগ নিষ্পত্তি:** তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ ছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবে।

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

- সহজ ও সংক্ষিপ্ত কথায় তথ্যের জন্য আবেদন করা;
- প্রাসঙ্গিক সর্বোচ্চ ৪/৫টি প্রশ্ন জানতে চাওয়া;
- দীর্ঘদিনের পুরাতন তথ্য জানতে না চাওয়া;
- তথ্য জানতে চাওয়ার কারণ প্রকাশের প্রয়োজন নেই;
- দুর্নীতি বা জালিয়াতি সংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন; এবং
- প্রয়োজনে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া।

তথ্য অধিকার আইন ও টিআইবি

টিআইবি স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাপনা, কর্ম-কৌশল ও পরিকল্পনা, চলমান কার্যক্রম, গবেষণা প্রতিবেদন, মূল্যায়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন, সকল নীতিমালা, ম্যানুয়াল ও অর্থ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত এবং টিআইবি'র ওয়েবসাইটে সহজপ্রাপ্য।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকারের আবেদন ফরম অনুযায়ী চিঠি বা ই-মেইলের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো যাবে। এছাড়াও টিআইবি'র স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নীতিমালা টিআইবি'র ওয়েবসাইট www.ti-bangladesh.org ঠিকানায় পাওয়া যাবে। আইন অনুযায়ী ঢাকায় টিআইবি'র পক্ষে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: কুমার বিশ্বজিত দাশ, ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন, ০১৭১৩০৬৫০১৬, bishwajit@ti-bangladesh.org

সহযোগিতায়

Embassy of Denmark
EMBASSY OF SWEDEN
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
UKaid from the British people

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: +৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২, ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকাশিত। উল্লিখিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যার সাথে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধির তারতম্য হলে মূল আইন ও বিধিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

দুর্নীতি থামান ...এখনই

প্রকাশকাল: জুলাই ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তথ্যের অধিকার, সুশাসনের হাতিয়ার
তথ্যই শক্তি, দুর্নীতি থেকে মুক্তি

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য অধিকার আইনের এক দশক
দুর্নীতি প্রতিরোধে তথ্য জানার অধিকারের